নিষ্ক্রিয় করে দিতে চেয়েছিল। ফ্যাসিবাদ কমিউনিজম-এর শ্রেণি সংগ্রামের তত্ত্বকে বাতিল করে দেয় জাতীয় স্বা-
তথা জাতীয় স্বার্থের কথা বলে, যেন কমিউনিজম মানে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দেওয়া। শ্রেণি সংগ্রামের
যে-কোনো পথকে ফ্যাসিবাদ বন্ধ করে দেয় কখনও বলপূর্বক, কখনও শ্রমিকদের ভুল বুঝিয়ে।

জার্মানি, জাপান, ইটালি প্রভৃতি যেসব দেশগুলিতে ফ্যাসিবাদ ক্ষমতা দখল করেছিল, সেই সব দেশের অর্থনীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেগুলিতে ধনতন্ত্রের সূচনা ঘটেছিল অপেক্ষাকৃত দেরিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের তুলনায় অনেক পরে। এইসব দেশে ধনতন্ত্র তার স্বাভাবিক গতিতে বিকশিত হয়নি, এইসব দেশে ধনতন্ত্রকে ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়। ধনতন্ত্রের প্রবর্তন হয় রাষ্ট্রীয় সহায়তায় এবং সে সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলির নিজস্ব তাগিদে। ফলে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে পুঁজিবাদের বিকাশের পর্বে যেমন জাতীয় ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল এবং সমগ্র জনসাধারণের ওপর পুঁজিপতি শ্রেণি তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব ও মতাদর্শগত আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশে সেরূপ ঘটেনি। তাই ওইসব দেশে উদারনৈতিক ধ্যান-ধারণা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদের বিকাশের একটি পূর্বশর্ত হল প্রচলিত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার গতিহীন অচলায়নের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, কৃষক শ্রেণির মধ্যে হতাশা ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ এবং সর্বোপরি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের বিক্ষোভ আন্দোলন। জার্মানি, ইটালি, জাপান প্রভৃতি দেশে এরকম কিছু ঘটেনি। এইসব দেশে কৃষিবিপ্লব ঘটেনি এবং সামন্ততান্ত্রিক শক্তিগুলি যথারীতি জনসাধারণের ওপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। ইটালির উত্তরাংশে পুঁজিপতি শ্রেণি শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু দক্ষিণাংশে পুরোপুরি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বজায় ছিল। তৃতীয়ত, ওইসব দেশে ধনতন্ত্র স্বাভাবিক গতিতে বিকশিত না হয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিকশিত হয়েছিল বলে রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর বুর্জোয়া শ্রেণির পরিবর্তে সামন্ত শ্রেণি ও সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বস্তুতপক্ষে সামরিক কর্মকর্তারা সামন্ত শ্রেণি থেকেই বেশি নিযুক্ত হতেন।

জার্মানি ও ইটালিতে ফ্যাসিবাদের আরও একটি উল্লেখযোগ্য তাৎপর্য লক্ষ করা যায় এবং সেটি হল নিজ নিজ দেশ বা জাতি সম্পর্কে মানুষের মনে একটা মিথ (Myth) বা আবেগ ঢুকিয়ে দেওয়া এবং সেই মিথ বা আবেগটি হল নিজের দেশকে বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে স্বতন্ত্র বা শ্রেষ্ঠতম রূপে প্রতিপন্ন করা। যেমন ১৯২২ সালে ইটালির নেপলস্-এ মুসোলিনি বলেছিলেন, "Our myth is the nation, our myth is the greatness of the nation." জার্মানিতে হিটলার প্রায় একইভাবে নিজের জাতি বা বংশ (Race) সম্পর্কে দেশবাসীর মনে একটা গর্ববোধ তৈরি করেছিলেন। হিটলার তাঁর *'Mein Kampf'* গ্রন্থে নানা প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জার্মানদের মনে একটা অহংবোধ তৈরি করেছিলেন এবং সমস্ত প্রকার বিপ্লবীশক্তিকে দমন করেছিলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ফ্যাসিবাদ এমন একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা সৃষ্টি করে, যা ধনতন্ত্র থেকে জন্ম নিলেও, ধনতন্ত্রের সমস্ত ইতিবাচক দিকগুলিকে মুষ্টিমেয় শাসকের স্বার্থে ধ্বংস করে। একটি উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সাধারণ মানুষ যেটুকু স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায় সেগুলির কোনো অস্তিত্বই থাকে না। এখানে রাষ্ট্রের নামে মুষ্টিমেয় শাসক যাবতীয় ক্ষমতা ভোগ করে এবং জনগণকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কখনও জোর-জুলুম করে শাসকের প্রতি অবিচল আনুগত্য প্রদর্শন করতে বাধ্য করে।

## ৫.৬ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণসমূহ
### *Causes of the Second World War*

গত শতকের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকে অনেক কম। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধই পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে এবং পুনর্বার যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য নানা ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। সেইসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লিগ অব্ নেশনস্ গঠন করা। অনেক আশা নিয়ে এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়। কিন্তু অচিরেই মানুষের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে বেধে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯)।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ ছিল জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণ। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মান বাহিনী পোল্যান্ড আক্রমণ করলে পোল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

Scanned with CamScanner

করতে বাধ্য হয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স অনতিবিলম্বে পোল্যান্ডের সীমান্ত থেকে জার্মান সৈন্য অপসারণের দাবি জানায়। এই দাবিতে কর্ণপাত না করায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয় পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক মানবসভ্যতা ধ্বংসকারী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তবে বিশেষজ্ঞগণ জার্মানি কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান কারণ বলে মেনে নেন না। তাঁরা এর পিছনে অন্যান্য বহুবিধ কারণ নিহিত আছে বলে মনে করেন। নিম্নে কারণগুলি আলোচনা করা হল :

**(ক) ভার্সাই সন্ধি এবং জার্মানদের জাত্যভিমান :** জার্মানরা স্বভাবগতভাবে অত্যন্ত আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন একটি জাতি। তাঁদের মনের মধ্যে একটা উগ্র জাতীয়তাবোধ কাজ করে। ভার্সাই সন্ধির অপমানজনক শর্তাদি জার্মানদের আত্মমর্যাদায় ভীষণভাবে আঘাত হানে এবং একই সঙ্গে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতি এক নিদারুণ প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত হয়। ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে জার্মানির ওপর এক বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হয় এবং তার সমস্ত উপনিবেশগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। জার্মানির কোনো বক্তব্য শোনার প্রয়োজন মনে করা হয়নি এবং জার্মানিকে সর্বতোভাবে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। একদিকে, পরাজয়ের গ্লানি, অন্যদিকে বিজেতাদের অমানবিক আচরণ জার্মানিদের মনে এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায়। ১৯২৪-২৫ সাল নাগাদ জার্মানি দারুণ অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হয়। তদানীন্তন জার্মান সরকার সেই সংকট মোকাবিলায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। ফলে সরকারের প্রতি জার্মানদের আস্থা হারিয়ে যায়। পরিবর্তে নাৎসি দলের কার্যকলাপ ও প্রতিশ্রুতির প্রতি তাঁরা ক্রমশ বেশি আকৃষ্ট হতে থাকেন। জার্মানদের এই মানসিক অবস্থার পুরো সদ্ব্যবহার করে নেন নাৎসি নেতা হিটলার। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েই হিটলার জার্মান জাতির জাতীয়তাবাদী মনোভাবকে আরও উস্কে দেন। অনতিবিলম্বে অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডকে জার্মানির অধীনে আনার জন্য জার্মানির নাৎসি শাসক উঠে পড়ে লাগে এবং সেই মতো সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। ওদিকে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি নিজেদের সংকট মোকাবিলায় ব্যস্ত। এই অবস্থায় জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়।

**(খ) জার্মানি সহ ইটালি, রাশিয়া ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী নীতি :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ সাম্রাজ্যবাদ। **লেনিনের** মতে সাম্রাজ্যবাদ হল পুঁজিবাদের বিকাশের অন্তিম পরিণতি। ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, বেলজিয়াম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশগুলি বহু আগে থেকেই বিশ্বের বহু দেশকে নিজেদের দখলে নিয়ে আসে এবং কার্যত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বেশিরভাগ ভূখণ্ডকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। উপনিবেশের এইসব দেশগুলি থেকে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ করে ঔপনিবেশিক দেশগুলি বিপুল পুঁজির অধিকারী হয়ে ওঠে। একটা সময় জার্মানি, ইটালি, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশগুলিও নিজ নিজ ভূখণ্ডের বাইরে উপনিবেশ গড়ে তোলায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। কিন্তু ততদিনে উপনিবেশ গড়ে তোলার মতো ভূখণ্ড তো প্রায় নিঃশেষিত। সুতরাং জাপান, জার্মানিকে নিজ নিজ দেশের বাইরে ভূখণ্ড পেতে হলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশগুলির উপনিবেশে ভাগ বসাতে হয়। এখানেই শুরু পুঁজিবাদী দেশগুলির নিজেদের মধ্যে লড়াই। কারণ কোনো দেশ কি আপনা-আপনি নিজের অধিকৃত জায়গা অন্যকে স্বেচ্ছায় দিতে পারে? এইভাবে পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে লড়াইয়ের পরিণতিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে। নিজেদের পূর্বেকার উপনিবেশগুলির ওপর দখল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে জার্মান সরকার, বিশেষ করে হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানি অধৈর্য হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ইতালিও ভার্সাই সন্ধির ক্ষত মেরামত করতে, বিশেষ করে পূর্ব অ্যাড্রিয়াটিক উপকূল, ফ্রান্স অধিকৃত টিউনিশিয়া এবং ফরাসি বন্দর জিবুতি (Jibuti) দখল করার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। এছাড়া ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে হল্যান্ডের আধিপত্য বিনষ্ট করাও ছিল ইতালির অন্যতম লক্ষ্য। সোভিয়েত রাশিয়াও বলকানের ভেতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করার জন্য এবং বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিকে কুক্ষিগত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। ওদিকে সুদূর প্রাচ্যে জাপানও এশিয়া তথা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল থেকে পশ্চিমি রাষ্ট্রগুলিকে হটিয়ে ওইসব স্থানে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে। এইভাবে জার্মানি, ইতালি, সোভিয়েত রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশ নিজ নিজ পরিকল্পনা ও ইচ্ছাকে কার্যকর করতে একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠতেই পুনরায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে যায়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরিণতি লাভ করে।

Scanned with CamScanner

**(গ) একাধিক আন্তর্জাতিক সংকট :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পিছনে কতকগুলি সংকটজনক আন্তর্জাতিক ঘটনাও কম দায়ী ছিল না। **প্রথমত,** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিজিত-বিজেতা প্রতিটি দেশই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুদ্ধের মধ্যে না গিয়ে যে-কোনো আন্তর্জাতিক বিরোধ আপস মীমাংসার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলার। কিন্তু বাস্তবে অনেক রাষ্ট্রই সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। ১৯৩১ এবং ১৯৩৭ সালে জাপান প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে যথাক্রমে মাঞ্চুরিয়া এবং চিন আক্রমণ করে। **দ্বিতীয়ত,** যেসমস্ত আশা নিয়ে লিগ অব্ নেশনস গঠন করা হয়, লিগ তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। জাপানের আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপকে বন্ধ করার ব্যাপারে লিগ পুরোপুরি ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ ছাড়া ভার্সাই চুক্তি অগ্রাহ্য করে জার্মানি যখন রাইন অঞ্চলে সামরিক প্রস্তুতি শুরু করে, লিগ তখনও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে যায়। অনুরূপভাবে লিগ ইতালির আগ্রাসনকে বন্ধ করার ব্যাপারেও পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। বিশেষজ্ঞরা লিগের এই ব্যর্থতাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একটা কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন।

**(ঘ) পরস্পরবিরোধী সামরিক জোট :** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবী যেমন দুটি প্রধান সামরিক জোটে বিভক্ত হয়ে যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালেও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। ১৯৩০-এর দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবী দুটি প্রধান রাষ্ট্রজোটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে ইটালি, জার্মানি ও জাপান—এই তিন অতৃপ্ত রাষ্ট্রকে নিয়ে গড়ে ওঠে রোম-বার্লিন-টোকিও এক্সিস। অন্যদিকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স গড়ে তোলে মিত্রশক্তি জোট। ১৯৩৯ সালের ১ লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করলে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানিকে বাধা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

**উপসংহার :** ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে, আপাত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে একাধিক কারণ আছে বলে মনে হলেও মূল কারণ কিন্তু একটি এবং সেটি হল বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পররাজ্য গ্রাস করার ক্ষেত্রে মরিয়া প্রতিযোগিতা। পৃথিবীর ভূখণ্ড যেহেতু সীমিত, সেহেতু একটি রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রজোট অন্যকে পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে যেতে চাইলে সংঘর্ষ অনিবার্য। আর এই বিশ্বযুদ্ধ হল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে নিজ নিজ আধিপত্য বাড়ানোর জন্য পরস্পরের মধ্যে লড়াই।

Scanned with CamScanner